দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 AUG 1992 পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

121

শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায়

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি থানায় মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে। বস্তুতঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষায়তনের চিত্র কমবেশী এই রকম। নগর ও শহরাঞ্চলের কিছু সরকারী অথবা সরকারী সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় স্থান বা ভবন,আলমারী, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদির অভাব প্রকট। প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় সংবাদ আসে বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মেঝেতে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হইতেছে। বর্ষা মওসুমে বিদ্যালয় গৃহের কপাটহীন জানালা দিয়া বা জরাজীর্ণ টিনের বা খড়ের চাল দিয়া পানি প্রবেশ অথবা বহু পুরাতন পাকা ভবনের জরাজীর্ণ ছাদ ধসিয়া পড়ার আশঙ্কার খবরও বিরল নয়। এইরূপ সমস্যা ও সংকটের মধ্যে শিক্ষাদান ও গ্রহণ কোনোটিই যে যথাযথরূপে সম্ভব নয় ইহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

রাষ্ট্রীয় এবং জাতিগতভাবে আমাদের পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ যে শিক্ষার অভাব ইহা আজ আর অবিদিত নহে। বৃটিশ আমল হইতে শুরু করিয়া এ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে, কর্তৃপক্ষীয় মহল প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছেন এমন লক্ষণও অতীতে অনেকবার দেখা গিয়াছে। তথাপি দেশে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে নাই, শিক্ষিতের হার যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান সরকার জাতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রাইমারী হইতে শুরু করিয়া মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে শিক্ষা বিস্তারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এ জন্য জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দও করা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইহাই যথেষ্ট নহে। শিক্ষার প্রত্যাশিত বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনার পাশাপাশি যথাযথ কর্মোদ্যোগের। তাহাছাড়া শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করার জন্যও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার মান নিশ্চিত করার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হইতেছে বিদ্যালয়গুলির জন্য যোগ্য শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি দেশের আর সকল খাতের মত শিক্ষা খাতেও বিরাজমান চরম অব্যবস্থা-অনিয়মকে দূরীভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশের অধিকাংশ বিদ্যায়তনে আজ যে দুরবস্থা বিরাজমান উহা যে দীর্ঘদিনের অবহেলার ফল তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না। শিক্ষাদান ও বিস্তারের ব্যাপারটি নির্ভর করে শিক্ষার পরিবেশ, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র, বইপত্র, উপযুক্ত শিক্ষাগৃহ, শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর। ইহাদের একাধিকটির তো বটেই, একটিরও অভাব ঘটিলে শিক্ষা বিঘ্নিত হইতে বাধ্য। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যায়তনেই এগুলির কোনোটির না কোনোটির অভাব রহিয়াছে। তাহার উপর আছে শিক্ষকদের কর্মে অবহেলা এবং দলাদলি। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দলাদলিও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাকে বিঘ্নিত করিয়া তোলে। উচ্চতর বিদ্যাপীঠগুলিতে ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস-সহিংসতার ব্যাপারটিও উপেক্ষা করার মত নয়। সর্বোপরি আছে শিক্ষা বিভাগে একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর লাগামহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম। দেশে কার্যকর শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিত করার স্বার্থে এই সব সমস্যার আশু নিরসন হওয়া প্রয়োজন।